দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 08 DEC 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 6 ...

36

ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

শুক্রবার রাতে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দেন তার পূর্ণ বিবরণ নীচে দেয়া হল ঃ–

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
গণতন্ত্রকামী প্রিয় দেশবাসী,
আসসালামু আলাইকুম।

সর্বপ্রথম আমি সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্র–চিকিৎসকসহ যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে দেশে যে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তারই ফলে আমি আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশবাসী যে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন এর শেষ পর্যায়ে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। গত ২৭শে নবেম্বর জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর থেকে বিগত সরকারের পক্ষে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় জনগণের দাবী মেনে নিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজী হন। ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দল সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য মনোনয়ন দান করেন। এই দাবী সারা দেশবাসীর দাবী। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশ ও জাতির স্বার্থে আমি তাঁদের এই আহবানে সাড়া দিয়েছি। গত সাড়ে ৮ বছর ধরে ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, শিল্পী, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শ্রমিক কর্মচারী তথা সর্বস্তরের জনগণ সংবিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যান সেই সংগ্রাম আজ সফল হয়েছে। সারা দেশবাসীর এই গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী মেনে নেয়ার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের মহান বিজয় সূচীত হয়েছে। এই আন্দোলনে জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং শান্তি–শৃংখলা বজায় করে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে।

আমার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান কর্তব্য হবে দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার পর পরই আমার কর্তব্য শেষ হবে এবং আমি আমার আসল কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাব, বাকী খোদার মর্জি।

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং জনসাধারণ সর্বক্ষমতার অধিকারী। নির্বাচন এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি। কিন্তু নির্বাচন যদি জনগণের আশা–আকাংখা প্রতিফলনে ব্যর্থ হয় তাহলে সেই নির্বাচন অর্থহীন। গত সাড়ে ৮ বছর ধরে জনগণ এই দাবী করে আসছেন যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক যাতে গণপ্রতিনিধিগণ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। এই নির্বাচন পরিচালনার জন্য কয়েকটি আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ দেশে শান্তি–শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ব্যাপারে আমি সারা দেশবাসীর কাছে বিশেষতঃ সকল রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সমাজ, শ্রমিক–কর্মচারী ও বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি। নিয়ম–শৃংখলা ছাড়া নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক অধিকার সকল নাগরিকের সমান অধিকার। সকল দল ও মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতেই গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে। হিংসা–বিদ্বেষ, বিভেদ বর্জন করে মৈত্রীর সুদৃঢ় বন্ধন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীসহ সকল আইন–শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহেরও গুরুদায়িত্ব রয়েছে। যে দায়িত্ব পালনে তাদের সর্বতোভাবে সক্রিয় থাকতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ যথাসময়ে এবং সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হলে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা বা ইলেকশন মেশিনারী দরকার। রাজনৈতিকদলসমূহ চাইলে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত করা যেতে পারে। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কার্যে নিযুক্ত সকল স্তরের কর্মচারীগণ নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য সহযোগিতা করতে বাধ্য। জনসাধারণের কর্তব্য হবে নির্বাচন অনুষ্ঠান কার্যে নিয়োজিত কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। নির্বাচনে কোনরূপ অপরাধ সংঘটিত হলে তা প্রতিবিধানের জন্য অপরাধীকে কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। নির্বাচন ব্যয় সীমিত রাখার জন্য প্রয়োজনবোধে বর্তমান নির্বাচন আইন সংশোধন করা হবে।

তৃতীয়তঃ দেশে যেহেতু এখন সংসদ ও মন্ত্রিসভা নেই, সেহেতু বর্তমান গুরুদায়িত্ব পালনে আমাকে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ বা Advisory Council গঠন করা হবে যার সদস্যরা হবেন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ এবং তাঁরা আগামী নির্বাচনে অথবা এক বছরের মধ্যে কোন উপ–নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

আমার অস্থায়ী সরকার একটি বিশেষ কর্তব্য পালনের জন্য প্রতিষ্ঠিত। সে কারণে রাষ্ট্রীয় অন্যান্য বিষয়ে বিশেষতঃ যেখানে নীতির প্রশ্ন জড়িত সেখানে আমি পারতপক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করব না। তবে যে কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় ও বিতর্কিত আইন ব্যবস্থা জনমনে অসন্তোষ বাড়িয়ে দিয়েছে সেগুলি আমি বাতিল করবো। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে Health Policy বা স্বাস্থ্যনীতি এবং Educations Institutions Law and Order Ordinance সংক্ষেপে শিক্ষা অর্ডিন্যান্স বাতিল ঘোষণা করা হবে। এছাড়া অতিসত্বর ১৯৭৪ সনের Special Powers Act সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের অর্থনীতি আজ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আমরা বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আমাদের অর্থনৈতিক জীবন যাতে কোনভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে সকলের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি আশা করব, বিশ্বের অন্যতম স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশে সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাগুলো আগের মতোই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সাহায্য অব্যাহত রাখবে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি 'সবার সাথে মৈত্রী, কারো প্রতি বৈরিতা নয়' এই মূলনীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এই নীতি অব্যাহত থাকবে। আমরা প্রতিবেশী দেশসমূহের সংগে সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখবো। মুসলিম দেশসমূহের সংগে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। জাতিসংঘে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও কমনওয়েলথে আমাদের ভূমিকা থাকবে সক্রিয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্কের প্রতি আমাদের অংগীকার ও সমর্থন থাকবে সুদৃঢ়।

পরিশেষে আমি ছাত্র সমাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। তাঁদের সংগ্রাম, ত্যাগ–তিতিক্ষা জাতি চিরকাল গর্বভরে স্মরণ করবে। বর্তমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তারা ঐক্যের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা অতুলনীয়। তাদেরকে আমি এখন নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে গিয়ে সত্যিকার অর্থে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে বিশেষভাবে অনুরোধ করব। শিক্ষক মহোদয়গণকে ব্যাহত শিক্ষাদান কর্মসূচী যথাসময়ে সমাপ্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাব।

দেশের সর্বস্তরের জনগণকে আবারো আমি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি– আসুন আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সবাই একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি– এক অভূতপূর্ব শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে শরীক হই। দেশবাসীর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আমার অবিচল আস্থা পুনর্ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ